মুজিবনগরে বেগম খালেদা জিয়ার মাগফেরাত কামনায় বিএনপির দোয়া মাহফিল

মেহেরপুরের মুজিবনগরে দারিয়াপুর ইউনিয়ন বিএনপি’র আয়োজনে বিএনপি’র চেয়ারপার্সন দেশনেত্রী মরহুমা বেগম খালেদা জিয়ার আত্মার মাগফেরাত কামনায় এক দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়েছে।

গতকাল শুক্রবার বিকাল ৫টায় দারিয়াপুর ইউনিয়ন বিএনপি’র কার্যালয়ে এ দোয়া মাহফিলের আয়োজন করা হয়।

দোয়া মাহফিলে উপস্থিত ছিলেন, মুজিবনগর উপজেলা যুবদলের আহ্বায়ক আবুল হাসান এবং মেহেরপুর জেলা ছাত্রদলের সভাপতি আকিব জাবেদ সেনজি সহ বিএনপি ও এর অঙ্গসংগঠনের বিভিন্ন পর্যায়ের নেতাকর্মীরা।

দোয়া মাহফিলে দেশনেত্রী বেগম খালেদা জিয়ার রুহের মাগফেরাত কামনার পাশাপাশি দেশ ও জাতির শান্তি, সমৃদ্ধি এবং কল্যাণ কামনা করে বিশেষ মোনাজাত করা হয়।

মুজিবনগরে বেগম খালেদা জিয়ার মাগফেরাত কামনায় ছাত্রদলের দোয়া মাহফিল

মুজিবনগরে মেহেরপুর জেলা ছাত্রদলের আয়োজনে বিএনপি’র চেয়ারপার্সন ও সাবেক প্রধানমন্ত্রী দেশনেত্রী মরহুমা বেগম খালেদা জিয়ার আত্মার মাগফেরাত কামনায় দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়েছে।

গতকাল শুক্রবার বিকেলে মুজিবনগর উপজেলার দারিয়াপুর ইউনিয়নে অবস্থিত দারিয়াপুর ইউনিয়ন বিএনপি’র কার্যালয়ে এ দোয়া মাহফিলের আয়োজন করা হয়।

দোয়া মাহফিলে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, মেহেরপুর জেলা ছাত্রদলের সভাপতি আকিব জাভেদ সেনজির। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, মুজিবনগর উপজেলা যুবদলের আহ্বায়ক আবুল হাসান।

এসময় জেলা ও উপজেলা ছাত্রদল, যুবদল এবং বিএনপি’র বিভিন্ন পর্যায়ের নেতাকর্মীরা উপস্থিত ছিলেন।

দোয়া মাহফিলে বিএনপি’র চেয়ারপার্সন ও সাবেক প্রধানমন্ত্রী মরহুমা বেগম খালেদা জিয়ার আত্মার মাগফেরাত কামনায় বিশেষ মোনাজাত করা হয়।

সীমান্তে পুশইন বৃদ্ধ মুনতাজ আলী কারাগারে, মানবিক সংকট ঘিরে প্রশ্ন

মেহেরপুরের মুজিবনগর উপজেলার আনন্দবাস সীমান্ত দিয়ে পুশইন হওয়া ভারতীয় অবাঙালি মুসলমান মুনতাজ আলী মানবিক সংকটের মধ্যে পড়েছেন। সীমান্ত এলাকা থেকে বিতাড়িত হওয়ার পর তিনি আনন্দবাস গ্রামে একটি সরকারি যাত্রী ছাউনিতে আশ্রয় নিয়ে মানবেতর জীবনযাপন করছিলেন। তীব্র শীত ও অনিশ্চয়তার মধ্যে দিন কাটছিল তার।

এ বিষয়ে মেহেরপুর প্রতিদিন পত্রিকায় সংবাদ প্রকাশের পর বিষয়টি নজরে আসে বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ (বিজিবি)-এর। এরপর বিজিবি মুজিবনগর উপজেলার আনন্দবাস গ্রাম থেকে মুনতাজ আলীকে উদ্ধার করে মুজিবনগর থানায় হস্তান্তর করে।

গতকাল শুক্রবার অবৈধ অনুপ্রবেশের অভিযোগে তাকে কন্ট্রোল অব এন্ট্রি অ্যাক্ট, ১৯৫২-এর ৪ ধারায় গ্রেপ্তার দেখিয়ে আদালতে হাজির করা হলে বিচারক তাকে জেল হাজতে প্রেরণের নির্দেশ দেন।

মুনতাজ আলীর বোন আমেনা বেগম বর্তমানে মেহেরপুর জেলা কারাগারে রয়েছে, তার বক্তব্য অনুযায়ী, তাদের প্রকৃত ঠিকানা ভারতের উড়িষ্যা রাজ্যের কেন্দ্র শহর । তবে মুজিবনগর থানায় সংরক্ষিত ডায়েরিতে

মুনতাজ আলীর ঠিকানা উল্লেখ করা হয়েছে ভারতের নদীয়া জেলার অরুণ নগর গ্রাম—যা নিয়ে বিভ্রান্তি সৃষ্টি হয়েছে।

এ ঘটনায় সীমান্তে পুশইন হওয়া ব্যক্তিদের মানবিক সহায়তা, পরিচয় যাচাই ও আইনি প্রক্রিয়া নিয়ে নতুন করে প্রশ্ন উঠেছে স্থানীয়দের মধ্যে।

কনকনে শীতে স্থবির মেহেরপুর-চুয়াডাঙ্গা জনজীবন

পৌষের হাড়কাঁপানো শীতে বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছে মেহেরপুর ও চুয়াডাঙ্গার স্বাভাবিক জনজীবন। জেলার ওপর দিয়ে মৃদু শৈত্যপ্রবাহ বয়ে যাওয়ায় তীব্র শীত অনুভূত হচ্ছে।

গতকাল শুক্রবার সকালে চুয়াডাঙ্গার জেলার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা রেকর্ড করা হয়েছে ৯ ডিগ্রি সেলসিয়াস। সন্ধ্যা নামলেই ঘন কুয়াশার চাদরে ঢেকে যাচ্ছে চারপাশ।

ভোর পর্যন্ত কুয়াশা আর উত্তরের হিমেল বাতাসে জনদুর্ভোগ বেড়েছে কয়েকগুণ। বেলা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে সূর্যের দেখা মিললেও তাতে উষ্ণতা ছড়াচ্ছে না। ফলে খুব প্রয়োজন ছাড়া ঘর থেকে বের হচ্ছে না সাধারণ মানুষ। ব্যাহত হচ্ছে স্বাভাবিক কাজকর্ম।

সবচেয়ে বেশি কষ্টে পড়েছেন খেটে-খাওয়া ও ছিন্নমূল মানুষজন।

শহরের ইজিবাইক চালক সোহেল রানা বলেন, ‘সড়কে মানুষের চলাচল কমেছে। যাত্রী নেই খুব একটা। ঠাণ্ডা বাতাসে গাড়ি চালানো যাচ্ছে না।’

কৃষি শ্রমিক রবিউল ইসলাম বলেন, ‘তীব্র শীতের সকালে কাজ করা সম্ভব হচ্ছে না। হাত-পা বরফের মতো ঠাণ্ডা। কৃষিকাজে ভাটা পড়েছে।’

চুয়াডাঙ্গা আবহাওয়া অফিসের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা জামিনুর রহমান বলেন, ‘শুক্রবার সকাল ৯টায় চুয়াডাঙ্গার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা

রেকর্ড করা হয়েছে ৯ ডিগ্রি সেলসিয়াস। এ সময় বাতাসের আর্দ্রতা ছিল শতকরা ৯৫ ভাগ। সপ্তাহজুড়ে তাপমাত্রা পরিস্থিতি এমনই থাকতে পারে।’

মেহেরপুরে ককটেল বিস্ফোরণ ঘটিয়ে বিকাশ দোকানে ছিনতাই, দোকান মালিক আহত

মেহেরপুর সদর উপজেলার তেরোঘরিয়া গ্রামে ককটেল বিস্ফোরণ ঘটিয়ে একটি বিকাশ দোকানে ছিনতাইয়ের ঘটনা ঘটেছে। এ সময় ছিনতাইকারীদের হামলায় দোকান মালিক নাহিদ হাসান আহত হয়েছেন।

আজ শুক্রবার রাত আনুমানিক ১০টার দিকে এ ঘটনা ঘটে। আহত নাহিদ হাসান তেরোঘরিয়া গ্রামের বেগা শেখের ছেলে।

পুলিশ জানায়, সদর উপজেলার তেরোঘরিয়া গ্রামের মোবাইল টাওয়ারসংলগ্ন এলাকায় নাহিদ হাসানের ‘এমএস টেলিকম অ্যান্ড ইলেকট্রনিক্স’ নামের একটি বিকাশ ও ইলেকট্রনিক্স দোকান রয়েছে। রাত ১০টার দিকে দোকান বন্ধ করার সময় তিনজন ছিনতাইকারী দেশীয় অস্ত্র নিয়ে দোকানে ঢুকে নাহিদ হাসানকে ভয়ভীতি দেখায়।

একপর্যায়ে দোকানের বেচাকেনার নগদ ও বিকাশ লেনদেনের প্রায় দুই লাখ টাকা তার কাছে থাকা ব্যাগ থেকে ছিনিয়ে নেয়।

দোকান মালিক বাধা দিতে গেলে ছিনতাইকারীরা তাকে রামদা দিয়ে আঘাত করে। পরে পালিয়ে যাওয়ার সময় একটি ককটেল বিস্ফোরণ ঘটিয়ে তারা দ্রুত ঘটনাস্থল ত্যাগ করে।

আহত নাহিদ হাসান জানান, প্রতিদিনের মতো রাতে দোকান বন্ধ করছিলেন তিনি। এসময় তিনজন ছিনতাইকারী দেশীয় অস্ত্র হাতে তার ওপর হামলা চালায়। প্রতিরোধ করতে গেলে ককটেল বিস্ফোরণের ঘটনা ঘটে, এতে তার হাতে আঘাত লাগে। পরে তিনি স্থানীয়ভাবে প্রাথমিক চিকিৎসা নেন।

খবর পেয়ে মেহেরপুর সদর থানার পুলিশ ঘটনাস্থল পরিদর্শন করে।

মেহেরপুর সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) হুমায়ন কবির ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করে বলেন, ছিনতাইকারীদের ছোড়া ককটেলের আঘাতে বিকাশ দোকান মালিক আহত হয়েছেন। তার কাছ থেকে নগদ দুই লাখ টাকা ছিনিয়ে নেওয়া হয়েছে। জড়িতদের শনাক্ত ও গ্রেপ্তারে পুলিশের একাধিক টিম মাঠে কাজ করছে।

মাসুদ অরুনের বাৎসরিক আয় সাড়ে ৪ লাখ, সম্পদ প্রায় ২ কোটি টাকা

মেহেরপুর-১ আসনের বিএনপি প্রার্থী ও সাবেক এমপি মাসুদ অরুনের বাৎসরিক আয় ৪লাখ ৫০ হাজার টাকা এবং তাঁর মোট সম্পদের পরিমাণ ১ কোটি ৯৪ লাখ ৮০ হাজার টাকা।

ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে জমা দেওয়া হলফনামার আয়কর বিবরণীতে তিনি এ তথ্য উল্লেখ করেছেন।

মেহেরপুর জেলা রির্টানিং কর্মকর্তার কাছে জমা দেওয়া মাসুদ অরুন হলফনামায় বিশ্লেষণ করে আরও দেখা গেছে, তার অজিত দেড় একর কৃষি জমি রয়েছে যার মূল্য ১৫ লক্ষ টাকা এবং মেহেরপুর পৌর শহরে তাঁর নামে ১২ কাঠা বাড়ির জমি রয়েছে। যে জমিতে ভবন নির্মানাধীন রয়েছে। তার মূল্য ৫০ লক্ষ টাকা। তার হাতে নগদ অর্থ রয়েছে ২৭ লাখ টাকা। যা তিনি নিজস্ব সম্পদ থেকে আয় করেছেন।

আয়কর বিবরণিতে তিনি বাৎসরিক আয় দেখিয়েছেন ৪ লাখ ৫০ হাজার টাকা এবং মোট সম্পদ দেখিয়েছেন ১কোটি ৯৪ লাখ ৮০ হাজার টাকা। ২০২৫-২৬ অর্থ বছরে তিনি আয়কর দিয়েছেন ৫হাজার টাকা।

মাসুদ অরুনের স্ত্রী আমেনা খাতুন পেশায় শিক্ষক। তিনি শিক্ষকতা থেকে বছরে আয় করেন ৩ লাখ ১০ হাজার ৫৯ টাকা, তাঁর স্ত্রীর সম্পদের পরিমাণ দেখিয়েছেন ১৮ লাখ ৯৫ হাজার ২শ টাকা।

মাসুদ অরুনের বিরুদ্ধে বিভিন্ন সময়ে ৮টি মামলা হয়েছে। এর মধ্যে ৫টি মামলা থেকে অব্যহতি ও ৩টি মামলায় খালাস পেয়েছেন বলে হলফনামায় উল্লেখ করেছেন।

প্রসঙ্গত, মাসুদ অরুন ২০০১ সালে জাতীয় সংসদ নির্বাচনে বিএনপির মনোনয়ন নিয়ে সংসদ সদস্য নির্বাচিত হন। তিনি মেহেরপুর জেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক ও সভাপতির দায়িত্ব পালন করেছেন। বর্তমানে তিনি বিএনপির কেন্দ্রীয় নির্বাহী কমিটির সদস্য হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন। তাঁর পিতা মরহুম আহমাদ আলীও সংসদ সদস্য ছিলেন।

মুজিবনগরে কৃষকদের প্রণোদনার নামে বিভিন্ন ধরনের প্রতারণার অভিযোগ

মেহেরপুরের মুজিবনগর উপজেলায় কৃষকদের লক্ষ্য করে প্রণোদনার নামে বিভিন্ন ধরনের প্রতারণার অভিযোগ উঠেছে। সম্প্রতি উপজেলার বিভিন্ন গ্রামে কিছু অসাধু ব্যক্তি কৃষকদের কাছ থেকে সরকারি প্রণোদনা দেওয়ার কথা বলে নগদ টাকা, ব্যাংক অ্যাকাউন্ট নম্বর, এমনকি বিকাশ নম্বর পর্যন্ত দাবি করছে— এমন তথ্য জানিয়েছে উপজেলা কৃষি অফিস।

উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা মো. আব্দুল মোমিন স্বাক্ষরিত এক জরুরি বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়েছে, সরকারি প্রণোদনা পাওয়ার জন্য কোনো কৃষকের কাছ থেকে নগদ টাকা, ব্যাংক অ্যাকাউন্ট নম্বর অথবা বিকাশ নম্বর নেওয়ার সুযোগ নেই। কোনো সরকারি কর্মকর্তা বা কর্মচারী কখনোই এ ধরনের তথ্য চাইবেন না।

বিজ্ঞপ্তিতে আরও বলা হয়, সম্প্রতি প্রতারক চক্র বিভিন্ন কৌশলে কৃষকদের ভুল পথে পরিচালিত করছে এবং অর্থ হাতিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করছে। তাই এমন কোনো দাবি এলে কৃষকদের তাৎক্ষণিকভাবে উপজেলার কৃষি অফিস অথবা সংশ্লিষ্ট উপ-সহকারী কৃষি কর্মকর্তাদের সঙ্গে যোগাযোগ করার অনুরোধ জানানো হয়েছে।

উপজেলা প্রশাসন ও কৃষি দপ্তর জানিয়েছে, সরকারি প্রণোদনার সব কার্যক্রম সম্পূর্ণ বিনামূল্যে এবং নির্ধারিত প্রক্রিয়ার মাধ্যমে বিতরণ করা হয়। তাই কোনো অবস্থাতেই কারও কাছে ব্যক্তিগত তথ্য বা টাকা প্রদান না করতে কৃষকদের অনুরোধ জানানো হয়েছে।

প্রতারণা রোধে এলাকায় সচেতনতা বাড়াতে ইতোমধ্যে সংশ্লিষ্ট দপ্তরগুলোতে বিজ্ঞপ্তি পাঠানো হয়েছে।

মেহেরপুরে শিক্ষার্থীদের হাতে নতুন বই

জাতীয় শোক দিবস উপলক্ষে কোনো আনুষ্ঠানিকতা ছাড়াই মেহেরপুর জেলার ১৪৬৬টি প্রাথমিক ও ৪১৫টি মাধ্যমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীদের হাতে নিজ নিজ বিদ্যালয় থেকে একযোগে নতুন বই তুলে দেওয়া হয়েছে।

গতকাল বৃহস্পতিবার সকাল ১১টায় মেহেরপুর জেলা কালেক্টরেট স্কুলে উপস্থিত থেকে বই বিতরণ কার্যক্রমের উদ্বোধন করেন, মেহেরপুর জেলা প্রশাসক ড. সৈয়দ এনামুল কবীর। এসময় আরও উপস্থিত ছিলেন, সদর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা খায়রুল ইসলাম।

গতকাল বৃহস্পতিবার থেকেই জেলার বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে এই বই বিতরণ কার্যক্রম শুরু হয়। বছরের প্রথম দিনে নতুন বই পেয়ে শিক্ষার্থীরা হাসিমুখে বিদ্যালয় থেকে বাড়ি ফিরছে।

অভিভাবকরা জানান, নতুন বই পাওয়ার মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের পড়াশোনার প্রতি আগ্রহ আরও বাড়বে।

গাংনী মহিলা ডিগ্রী কলেজের অধ্যক্ষের কক্ষে তালা দেওয়ার অভিযোগ

মেহেরপুরের গাংনী মহিলা ডিগ্রী কলেজে ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ হতে না পেরে বেদারুল ইসলাম নামের এক সহকারী অধ্যাপকের বিরুদ্ধে কলেজের অধ্যক্ষেরব কক্ষে তালা দেওয়ার অভিযোগ উঠেছে।

গতকাল বৃহস্পতিবার সকালে অধ্যক্ষর মূল ফটোকে তালা দেওয়ার ঘটনা ঘটে। পরে সহকারী অধ্যাপক রফিকুল ইসলাম তালা খুলে দেন। তালা দেয়াকে কেন্দ্র করে কলেজে উত্তেজনা দেখা দিয়েছে।

গাংনী মহিলা ডিগ্রী কলেজের ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ আমিরুল ইসলাম বলেন, সকালে কলেজে গিয়ে কার্যালয়ের সামনে তালা ঝুলতে দেখতে পাই পরে বিষয়টি উপজেলা নির্বাহী অফিসার সহ শিক্ষকবৃন্দকে অবগত করি। পরে কলেজ পরিচালনা পর্ষদের সদস্যরা কলেজে আসার পর তালা খুলে দেওয়া হয়।

গাংনী মহিলা ডিগ্রী কলেজ পরিচালনা পর্ষদের অভিভাবক সদস্য সাবেক কাউন্সিলর শাহিদুল ইসলাম জানান, আমরা জানতে পেরেছি সহকারী অধ্যাপক বেদারুল ইসলাম ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ হতে চেয়েছিলেন সেটি না পেরে তিনি কলেজে তালা দিয়েছেন।

সহকারী অধ্যাপক রফিকুল ইসলাম জানিয়েছেন তিনি তালা খুলে দিয়েছেন চাবি কোথায় পাইলেন জানতে চাইলে তিনি এ ব্যাপারে কথা বলতে রাজি হননি।

সহকারী অধ্যাপক বেদরুল ইসলাম তালা দেয়ার বিষয়টি অস্বীকার করেছেন।

গাংনী উপজেলা নির্বাহী অফিসার ও মহিলা ডিগ্রী কলেজ পরিচালনা পর্ষদের সভাপতি মোঃ: আনোয়ার হোসেন বলেন তালা মারার বিষয়টি শুনেছি বিষয়টি ব্যবস্থা নেয়া হচ্ছে। তবে শিক্ষার পরিবেশ বিঘ্নিত হয় এহেন কোন কর্মকান্ডের জড়িত থাকলে তার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়া হবে।

মহিলা ডিগ্রী কলেজ পরিচালনা পর্ষদের সদস্যরা জানান, গত ৩০শে ডিসেম্বর অধ্যক্ষ খোরশেদ আলম অবসরে যান।

এর আগে কমিটির সভায় সিদ্ধান্ত মোতাবেক সহকারী অধ্যাপক আমিরুল ইসলামকে ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষের দায়িত্ব দেওয়া হয়। বিষয়টি মানতে না পেরে সহকারী অধ্যাপক বেদারুল ইসলাম কলেজে তালা দিয়েছেন।

সরকারি ছুটির দিনেও গাংনী সাব-রেজিস্ট্রি অফিস খোলা রাখার অভিযোগ

সারা বাংলাদেশে সরকারি অফিসে সাধারণ ছুটি ঘোষণা করা হলেও সরকারি নির্দেশ উপেক্ষা করে মেহেরপুরের গাংনী সাব-রেজিস্ট্রি অফিসের সকল কার্যক্রম অব্যাহত রাখা হয়েছে- এমন অভিযোগ উঠেছে সাব-রেজিস্ট্রার নাইমা ইসলামের বিরুদ্ধে।

‎স্থানীয় নেতাকর্মীরা জানান, ৩১ ডিসেম্বর বিএনপি’র চেয়ারপারসন ও সাবেক তিনবারের প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়ার মৃত্যুতে শোক দিবস উপলক্ষে সরকারি ভাবে সারা দেশে সাধারণ ছুটি ঘোষণা করা হয়। অথচ সেই সরকারি নির্দেশ অমান্য করে গাংনী সাব-রেজিস্ট্রি অফিসে নিয়মিত কার্যক্রম চালু রাখা হয় বলে অভিযোগ করা হচ্ছে।

‎স্থানীয়দের অভিযোগ, সরকারি ছুটি থাকা সত্ত্বেও কোন ক্ষমতাবলে সাব-রেজিস্ট্রি অফিস খোলা রাখা হয়েছে- তা বোধগম্য নয়। তারা এ ধরনের দায়িত্বজ্ঞানহীন কর্মকর্তার দৃষ্টান্তমূলক বিচার দাবি করেন।

‎এদিকে বিষয়টি জানার পর গাংনী উপজেলা যুবদলের নেতা শাহিবুল ইসলাম তাৎক্ষণিকভাবে সাব-রেজিস্ট্রি অফিসে উপস্থিত হয়ে অফিস কার্যক্রম বন্ধের নির্দেশ দেন। তিনি বলেন, বেগম খালেদা জিয়ার মৃত্যুতে সারা দেশ শোকাহত।

‎এমন দিনে আপনারা কীভাবে অফিস খুলে কার্যক্রম পরিচালনা করছেন-এর ব্যাখ্যা চাই।

‎এ সময় সাব-রেজিস্ট্রি অফিসের অফিস সহকারী নার্গিস আক্তার জানান,

অফিসের কিছু কাজ পেন্ডিং থাকায় তারা অফিস খুলেছিলেন। তবে নিষেধ করার পর তারা তাৎক্ষণিকভাবে অফিস বন্ধ করে চলে যান।

‎পরবর্তীতে এ বিষয়ে পুনরায় জানতে চাইলে অফিস সহকারী নার্গিস আক্তার অফিস খোলার বিষয়টি স্বীকার করে বলেন, কিছু পেন্ডিং কাজের কারণে অফিস খোলা হয়েছিল। পরে লোকজন নিষেধ করলে আমরা অফিস বন্ধ করে চলে যাই।

‎তবে অভিযোগের বিষয়ে সাব-রেজিস্ট্রার নাইমা ইসলাম অফিস খোলার বিষয়টি সম্পূর্ণ অস্বীকার করেছেন।

‎